দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ AUG. 0 1 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

বুয়েট বন্ধ

ভাংচুরের পর

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘেরাও, অবস্থান ধর্মঘট অগ্নিসংযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ খুলনা ব্যুরো

প্রতিবাদে বিস্ফোরণোন্মুখ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমাতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে আন্দোলন যাতে না বাড়তে পারে সেজন্য সোমবার বিকাল পাঁচটার মধ্যেই বুয়েটের সমস্ত আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীকে হল ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। অন্যদিকে রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও সোমবার ব্যাপক ভাংচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) খন্দকার সেলিম রেজা মধু ও উপাচার্যের একান্ত সচিব জাকিদুর রহমানকে অপসারণ দাবিতে ছাত্রদলসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভাংচুর করে। একই সময় ছাত্রদলের দু'গ্রুপও নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে একে অপরের রুম ভাংচুর করেছে। এ নিয়ে সেখানে ত্রিমুখী সঙ্কট বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে।

বুয়েটের আন্দোলন নিয়ে চমকপ্রদ খবর মিলেছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ না থাকলেও ছাত্রদলের

(১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

ভাংচুরের পর বুয়েট

(প্রথম পাতার পর)

একটি অংশের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে তাদের মদদেই পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। কারণ সময়মতো পরীক্ষা হলে ছাত্রদল বুয়েট শাখার কয়েক শীর্ষ নেতার ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাবে। এতে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ক্যাম্পাস ছাড়তে হবে। ছাত্রত্ব রক্ষা করতেই এই কয়েক নেতা সাধারণ শিক্ষার্থীদের উস্কানি দিয়ে আন্দোলনে নামিয়ে মাঠ থেকে সরে পড়ে। আর ছাত্রদল নেতাদের মনযোগাতেই কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে হল খালি করে দিয়েছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের বানানো হচ্ছে বলির পাঁঠা।

সূত্রমতে, সকাল ৯টায় বুয়েটের একাডেমিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অনুষ্ঠিত সভা শেষে উপাচার্য একাডেমিক কমিটির সদস্যদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থাপনা ও ক্ষয়ক্ষতি ঘুরে দেখেন। পরবর্তীতে তাঁরা পুনরায় সভায় মিলিত হন। সভা শেষে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে সোমবার বেলা ৫টার মধ্যে সকল আবাসিক শিক্ষার্থীকে হল, খালি করে দেয়ার নির্দেশ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো: শাহজাহান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নজিরবিহীনভাবে সংঘটিত ভাংচুর, হল প্রভোস্টকে জিম্মি করে রাখা, শিক্ষক আবাসিক এলাকার বিল্ডিং ও গাড়ি ভাংচুরসহ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতি ঘটেছে এবং শিক্ষার পরিবেশ দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-শিক্ষার্থী-কর্মচারীদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার স্বার্থে সোমবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো। এ নিয়ে বর্তমান জোট সরকারের আমলেই দুই বার বুয়েটের হল খালি করে দেয়া হলো। বাড়তি নিরাপত্তা হিসেবে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশের সরব উপস্থিতিতে বুয়েট ক্যাম্পাস ও পলাশী এলাকা এক প্রকার অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে হল ছাড়ার কারণে চরম বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থীরা।

এদিকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সকাল থেকেই আহসানউল্লাহ হলের সামনে জমায়েত হতে শুরু করে। তারা কয়েক দফা মিছিল করে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। কিন্তু আগে থেকেই অবস্থান নিয়ে থাকা পুলিশ তাদের বাধা দেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে আরও বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশের বাড়তি উপস্থিতি দেখে ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ সময় কে বা কারা একটি পটকা ফাটায়, যা খুব শব্দ করে বিস্ফোরিত হয়। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারা সোহরাওয়ার্দী হল, রফিক হল ও তিতুমীর হলে কয়েক দফা ভাংচুর চালায়। এ সময় তারা কয়েকটি গাড়িও ভাংচুর করে। এভাবে দুপুর পর্যন্ত চলে। তবে বড় ধরনের কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এর আগে রবিবার রাতভর পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষ চলে। হলে ঢুকে ছাত্রদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে মিছিল সমাবেশ ও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। সোহরাওয়ার্দী হলের প্রভোস্ট ও সহকারী প্রভোস্টকে আটক করে রাখে। রাতভর তারা ক্যাম্পাসে অবস্থান করে।

সূত্রমতে, এবারের টার্ম পরীক্ষায় অংশ নিলেই ছাত্রদল বুয়েট শাখার কয়েক শীর্ষ নেতার ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমান জোট সরকারের আমলে তারা শিক্ষাজীবন শেষ করতে রাজি নয়। সেজন্য তারা সাধারন শিক্ষার্থীদের উস্কানি দিয়ে আন্দোলনে নামায়। কিন্তু সময় বুঝে তারা পিছটান দিয়ে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। উপাচার্যের সঙ্গে লিয়াজোঁ করে আন্দোলন থামিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নেয়। অপরদিকে আন্দোলনকারীদের কাছে এসে আন্দোলন বেগবান করার উৎসাহ দেয়। এর প্রেক্ষিতেই পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে এর আগে ২০০২ সালে টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র ছাত্রদলের দুই গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধের জেরে মেধাবী ছাত্রী সাবেকুন্নার সনি নিহত হয়। তখন হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে বুয়েটে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কথা বলে কর্তৃপক্ষ হল খালি করে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছিল।

বিভিন্ন সংগঠনের বিক্ষোভ

বুয়েটে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। লাইব্রেরীর সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সামসুল আলম সজ্জন, খান আসাদুজ্জামান মাসুম, মানবেন্দ্র দেব, ত্রিদিব সাহা প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এর আগে মধুর ক্যান্টিন থেকে তারা একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

বুয়েট কর্তৃপক্ষের ভাষ্য

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত রবিবার পুলিশের ভূমিকায় তাদের অবস্থান পরিষ্কার করতে এক লিখিত বক্তব্যে বলেছে, ২০০৫ সালে যে সকল শিক্ষার্থী এইচএসসি পাস করে ভর্তি হয়েছে তাদের ক্লাস জানুয়ারিতে শুরু হয়ে ৫ মে শেষ হয়। সিডিউল অনুযায়ী ২৮ মে টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। শিক্ষার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১ আগস্ট সেই পরীক্ষার তারিখ পুনর্নির্ধারিত হয়। কিন্তু ছাত্ররা পরীক্ষা পিছানোর দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ২৯ ও ৩০ জুলাই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ৩০ জুলাই ক্যাম্পাসে মাইক এনে বিভিন্ন অপপ্রচার চালায়। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যুত কেন্দ্রে আগুন ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। তাদের দাবির বিষয় নিয়ে উপাচার্য জরুরী সভায় বসেন। কিন্তু সভায় পরীক্ষার আগের তারিখই বহাল রাখা হয়। এতে ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে হলে, ক্যাম্পাসে ভাংচুর চালায়। সোহরাওয়ার্দী হলের প্রভোস্ট ও সহকারী প্রভোস্টকে জিম্মি করে রাখে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ও সাধারণ শিক্ষার্থী-শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জানমাল রক্ষার জন্য